ছায়া

কলঙ্কিনী নদী

কলঙ্কিনী নদী

যার দুটো বউ থাকে, তার সংসার কেমন হয় কে জানে?

সাধারণত, একই জনের একই বাড়ীতে দুটো বউ থাকে অশিক্ষিত গ্রাম্য ধনাঢ্য পরিবারে। শহরের শিক্ষিত অথবা ধনাঢ্যদের, অনেকেই দুই অথবা, ততোধিক বিয়ে করলেও, বউদের রাখে আলাদা আলাদা কোন বাড়ীতে, অথবা বাসায়। আবার, শিক্ষিত আর অশিক্ষিতই হউক, দুটো বউ যাদের আছে, তাদের বউদের বয়সের মাঝে একটা তফাৎ থাকে।

এই বাড়ীতে কিছু রহস্য আছে। এই বাড়ীতে একই জনের দুটো বউ থাকে, যে বউ দুজনের মাঝে, বয়সের কোন তফাৎ নেই। এই বাড়ীতে জামাল নামে যে ছেলেটি বসবাস করে তার বয়স যে খুব একটা বেশী, অথবা প্রভাবশালী কেউ, তা নয়। জামালের বয়স, সাতাশ কি আঠাশ। জামাল, সাধারন শিক্ষিত ছেলে বটে, তবে ধনাঢ্য বলতে যে কথাটা আছে, তা তাকে বলা যাবেনা। কারন, তার বাবা সাধারণ একজন কারনিকের চাকুরী করে, পাঁচ সদস্যের একটা পরিবার, অনেকটা অর্থের টানাটানিতেই, ঠেলতে ঠেলতে, তিনটি ছেলেমেয়েকে শিক্ষিত করে গত হয়েছে পরপারে। নিজ স্ত্রী আর, ছেলেমেয়েদের জন্যে এই বাড়ীটা ছাড়া, অন্য কোন সম্পদ তো দুরের কথা, নগদ অথবা, ব্যাংকে হাজার খানেক টাকাও জমা রেখে যেতে পারেনি। সেই জামালের বউ হলো দুটি উনিশ বছরের যুবতী। ভাবতে কেমন লাগে তাইনা?

এই কিছুদিন আগেও এই বাড়ীতে আরো দুটি, যুবতী মেয়ে ছিলো। জামালের ছোট দুটি বোন। তার দুটো বোনই সুশ্রী। তাই, জীবীত থাকাকালীন সময়ে, তার বাবা, বোন দুটির বিয়ে দিয়ে যেতে না পারলেও, বোন দুটি, তাদের নিজ গুনেই পাত্রস্হ হয়েছে। তাই, জামাল ইন্যুভার্সিটির গনিত বিভাগ থেকে পাশ করে, কয়েকটা টিউশনি করে, অনেকটা দিব্যি জীবন কাটিয়ে যাচ্ছিলো। অথচ, সমস্যা করলো, তার মা, রাবেয়া সুলতানা। বিয়ে করে মেয়ে দুটি বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার পর, বাড়ীটা কেমন যেনো শূন্য লাগছিলো তার কাছে। তাই সে বায়না ধরলো, জামাল যেনো একটা বিয়ে করে তাড়াতাড়ি।

টিউশনি করা বেকার একটি ছেলেকে, মেয়ে দেবে কে? যারা টিউশনী করে, তাদের মাঝে, প্রাইভেট ছাত্রীদের সাথে প্রণয়, বিয়ে, এইসব ব্যাপারগুলো খুব একটা অসাধারন কোন ব্যাপার না। অথচ, জামাল সে ধরনের কোন ছেলে না। তার জীবনে, চমৎকার রাজকন্যার মতো চেহারার কয়েকজন ছাত্রী এসেছিলো। তাদের অনেকেই, জামালের সাথে প্রণয়ের চেষ্টাও করেছে, অথচ, জামাল পাত্তা দেয়নি কখনো ব্যাপারগুলোকে। সে একজন আদর্শ শিক্ষকের মতোই এড়িয়ে গেছে সব।

জামালের মনে হলো, ভালো একটা চাকুরী যোগার করতে পারলে, বিয়ের ব্যাপারটা কোন সমস্যাই না। তার নিজের ম্যানলী চেহারা এবং ব্যাক্তিত্বের উপর যথেষ্ট আস্হা আছে। মায়ের স্বাদ পূরনের জন্যে, জামাল হন্যে হয়ে চাকুরীর চেষ্টায় নামলো। আর অন্যদিকে, জামালের মা, রাবেয়া সুলতানা, পাত্রী খোঁজছে হন্যে হয়ে জামালের জন্যে।

ঠিক, তেমনি একটি কঠিন সময় অতিবাহিত করার, একটি দিনে, একটি চমৎকার সকালে, রাবেয়া সুলতানা, বাড়ীর সামনের লনে বসে উল দিয়ে, শীতের সুয়েটার বুনছিলো। তাকে অবাক করে দিয়ে, ছোট গেটের ভেতর দিয়ে, হাত ধরাধরি করে লনের ভেতরে এসে ঢুকেছিলো তখন, পরীর মতো ফুটফুটে যুবতী দুটি মেয়ে। মেয়ে দুটি যখন, রাবেয়া সুলতানার সামনে এসে দাঁড়ালো, তখন তার চোখ মন ভরে গেলো, তাদের দেখে। এত সুন্দর চেহারা, মানুষের হয় নাকি? তার মনে হলো, এমনি চমৎকার মেয়েই তো সে খোঁজছিলো, তার ছেলে জামালের জন্যে বউ হিসেবে। প্রথম দর্শনেই, রাবেয়া সুলতানা মনে মনে স্হির করলো, এদের যে কোন একটি মেয়েকে জামালের বউ করে ঘরে তুলবে।

মেয়ে দুটির সাথে আলাপ করে যতদূর জানা গেলো, তারা যমজ বোন। এক সময়ে জামালের ছাত্রী ছিলো। অনেকদিন ধরে জামাল তাদের বাড়ীতে যায়না বলে, খোঁজ নিতে এসেছে জামালের।

যমজ দুই বোনের চেহারায় যেমনি মিল থাকে, তেমনি মনের মিলও থাকবে, খুবই সাধারণ কথা। দুটি বোন এক সংগে হাত ধরাধরি করে, বেড়াতে যাবে, শপিংএ যাবে, তাও খুব সাধারন একটা ব্যাপার। কিন্তু, মেয়ে দুটির যে ব্যাপারটি, রাবেয়াকে অবাক করলো, তা হলো, মেয়ে দুটি একটি মুহুর্তের জন্যে পরস্পরের হাত ছাড়ছেনা। দুই বোনের এত কি মিল, নাস্তাও করলো দুজনে হাত ধরাধরি করে?

রাবেয়া ঠোঁট কাটা প্রকৃতির মহিলা। সে বলেই ফেললো, এই মেয়েরা, তোমরা সারাক্ষন হাত ধরাধরি করে আছো কেনো? হাত ছাড়ো, কি বিশ্রী লাগে!

মেয়ে দুটি কিছু বললো না, হাতও ছাড়লো না।

রাবেয়া ধমক দিলো, কি অসভ্যরে বাবা, তোমরা আমার কথা শোনছনা?

মেয়ে দুটি মাথা নীচু করে বললো, আমরা এখন আসবো।

রাবেয়া বললো, আসবে কি? জামালের খোঁজ খবর নিতে এসেছো, সে আসুক। তার সাথে দেখা করেই তো যাবে।

মেয়ে দুটি খুবই নম্রভাবে বললো, না আন্টি, অন্য দিন আবার আসবো।

রাবেয়ার মনে হলো, অজানা দেশের, চমৎকার দুটি অচেনা পাখী, ক্ষনিকের জন্যে উড়ে এসে, আবার উড়ে চলে গেলো। রাবেয়া ব্যাপারটাকে ক্ষণিকের মতো করে রাখতে চাইলোনা। মেয়ে দুটির চেহারা, আর আচরন, উভয়ই তাকে মুগ্ধ করেছে। এদের যে কোন একটিকে, জামালের বউ করে নিতে চায় সে। তা, যে কোন কিছুর বিনিময়েই হউক। কারন, এই যুগে, মেয়ে দুটির মতো, নম্র, ভদ্র, সুশ্রী মেয়ে পাওয়া খুবই বিড়ল।

রাবেয়া আলাপ করলো জামালের সাথে।

জামাল বললো, জানি মা, তৃষা আর ঈষা দুজনকেই আমি খুব স্নেহ করি। তাদের খুব ছোটকাল থেকেই চিনি আমি। ক্লাশ নাইন থেকে, এইচ এস সি পর্যন্ত চার বছর পড়িয়েছি আমি তাদের। মেয়ে দুটির ভদ্রতা আর নম্রতার তুলনা হয়না। কিন্তু, তাদের একটি বড় সমস্যা আছে মা।

রাবেয়া অবাক হয়ে বললো, সমস্যা কিসের? আচার আচরন দেখে তো, কোন সচ্ছল, ভদ্র পরিবারের মেয়ে মনে হলো। সমস্যা আছে বলে তো মনে হলো না।

জামাল হাসলো, না মা, সচ্ছলতা আর ভদ্রতার কথা বলছিনা। আসলে, তৃষা আর ঈষা যমজ বোন।

রাবেয়া হাসলো, তাতো দেখলামই। তাহলে কি, কাকে ফেলে কাকে পছন্দ করা হবে, এই সমস্যা তো?

জামাল বললো, সেটা হলে তো ভালোই হতো, মা। তৃষা আর ঈষা, কঠিন ধরনের যমজ। তাদের, একজনকে বাদ দিয়ে, অন্যকে আলাদা করা যায়না।

রাবেয়া চোখ কপালে তুলে বললো, মানে?

জামাল উঠে দাঁড়িয়ে বললো, মা ওদের কথা বাদ দাওতো। তুমি নিশচয় আমার বিয়ের কথা ভাবছো ওদের নিয়ে। তুমি যা ভাবছো তা কখনোই সম্ভব না।

জামাল ছোট একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে চলে গেলো অন্যত্র।

রাবেয়া পেছন থেকে ডাকলো, জামাল, মেয়ে দুটিকে আমার খুবই পছন্দ। আমি তাদের মা বাবার সাথে কথা বলতে চাই।

জামাল, ফিরে এসে আবারো বললো, বললাম তো মা, মেয়ে দুটিকে আমারও খুবই পছন্দ। তৃষা আর ঈষাও আমাকে পাগলের মতো ভালোবাসে। কিন্তু, বিয়ের ব্যাপারটা সম্ভব না। ঐ যে, তুমি বলেছিলেনা, মেয়ে দুটির নিজেদের কি মনের মিল! কি চমৎকার হাত ধরাধরি করে, ছুটাছুটি করেছে সারাবাড়ী! আসলে ওরা হাত ধরাধরি করে, ছুটাছুটি করেনি মা? আসলে ওরা ওদের, নিজেদের হাত আলাদা করে চলতে পারেনা। ওদের হাত দুটো জন্ম থেকেই সংযুক্ত।

রাবেয়া চোখ গোল গোল করে বললো, বলিস কি?

জামাল বললো, জী মা। ছোট কালেই আপারেশন করে ওদের আলাদা করার কথা ভাবা হয়েছিলো। কিন্তু, তাতে করে, যে কোন একজনের, মাত্র একটি হাত হয়ে যেতো। মা বাবা হয়ে কাকে দুর্ভাগী করবে, ঠিক করতে পারছিলো না, তৃষা আর ঈষার মা বাবা। বড় হবার পর, মেয়েরা নিজেরাই ঠিক করবে ভেবে, অপারেশনটা আর হয়ে উঠেনি। তৃষা আর ঈষা, বড় হয়েছে। এরা নিজেরাও এখন চাইছে না আলাদা হতে।

রাবেয়া রাগ করলো, চাইছেনা বললেই হলো? এভাবে জীবন চলে নাকি?

জামাল হাসলো, বললো, মা, তুমি তো নিজের চোখেই মেয়ে দুটিকে দেখেছো। এবার বলতো, কোন মেয়েটিকে তুমি পঙ্গু করবে?

রাবেয়া থ হয়ে গেলো। কিছুই বললো না। একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো শুধু।

রাবেয়া আলোচনায় গেলো, তৃষা আর ঈষার মা বাবার সাথে, কয়েকদিন পরই। তৃষা আর ঈষার বাবা, মাহফুজ সিকদার এক কথায় বললো, দয়া করে, আমার মেয়েদের সাথে আলাপ করুন, আমি কিছু বলতে পারবোনা। ওদের অপারেশনের ব্যাপারে, টাকা আমি আলাদা করে রেখেছি, ওদের জন্মের পরই।

রাবেয়া কথা বলতে গেলো তৃষা আর ঈষার সাথে। তৃষা আর ঈষা, একই সংগে বললো, আন্টি, আমাদের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে মনে হয়, আপনিই প্রথম এসেছেন, আমাদের বাড়ীতে। আমরা সত্যিই খুবই আনন্দিত। আমরা দু বোন, বন্ধুর মতোই। হয়তোবা, অনেকটা উপায় না থাকায়। বিয়ের ব্যাপারে আমরা দুবোনে অনেক আলাপ করেছি, অনেক সময়। কিন্তু, হাত কাটার ব্যাপারটি যখন আসে, তখন আর ভাবতে ভালো লাগেনা।

রাবেয়া বললো, শোন মেয়েরা, বাস্তবতাকে তো তোমাদের মেনে নিতেই হবে। তোমরা অপারেশনে রাজী হয়ে যাও। তোমাদেরকে আমার খুবই পছন্দ। অপারেশনটা হয়ে গেলে, তোমাদের একজনকে জামালের বউ করে নেবো।

তৃষা আর ঈষা, আবারো একই সংগে বললো, কাকে বউ করে নেবেন? নিশ্চয়, যার একটি হাত থাকবে, তাকে নয়?

রাবেয়া কি উত্তর দেবে বুঝতে পারলোনা। হেসে বললো, তোমাদের বুদ্ধিরও তুলনা হয়না দেখছি। ঠিক আছে, অপারেশন করবে কি করবে না, তা তোমাদের ব্যাপার। আমি আমার কথা বলে গেলাম। আজকে তাহলে আসি।

সুপ্রিয় পাঠক পাঠিকা, যারা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী, তাদের ধর্ম গ্রন্থে স্পষ্ট লেখা আছে, তোমরা দুই বোনকে একত্রে করিওনা।

এই এক বাক্যের কথাটি, ব্যাখ্যা করলে এই অর্থই হয় যে, দু বোনকে একত্রে বিয়ে করার কঠিন নিষেধাজ্ঞা। শুধু ইসলাম ধর্মেই নয়, ভিন্ন ধর্মে, অথবা, ধর্মহীন সমাজ ব্যাবস্থায়ও দু বোনকে একত্রে বিয়ে করার কঠিন নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। বাংলাদেশের সমাজ ব্যাবস্থায়, কাজিনদের বিয়ে করার এক ধরনের রীতী এখনো প্রচলিত আছে। ধর্মহীন সমাজ ব্যাবস্থায়, কাজিনদের সাথে বিয়ের ব্যাপারটাও নিষিদ্ধ। এমন একটি কঠিন প্রশ্নের মুখে রাবেয়া খুবই চিন্তিত হয়ে পরলো। সে ইচ্ছা করলে, তৃষা আর ঈষার ব্যাপারটা, অন্য পরিবারের সমস্যা ভেবে, এড়িয়ে যেতে পারতো। নিজের ছেলের জন্যে অন্য একটি পাত্রী খোঁজতে পারতো। অথচ, সে পারলোনা। তৃষা আর ঈষার প্রতি এক ধরনের মমতার সৃষ্টি হলো তার মনে। সে এক কঠিন প্রস্তাব নিয়ে গেলো, মাহফুজ সিকদারের বাড়ীতে। সে প্রস্তাব করলো, তৃষা আর ঈষা, দুজনকেই জামালের বউ করে ঘরে তুলতে।

মাহফুজ সিকদার কোন কিছু না ভেবেই বললো, তা কি করে হয়? আমাকে সমাজচ্যুত হতে হবে। এ ধরনের প্রস্তাব নিয়ে কক্ষনো আসবেন না। দরকার হলে, আমার মেয়ে দুটি আজীবন কুমারী থাকবে। তারপরও আমি তা করতে পারবোনা।

রাবেয়া মাহফুজ সিকদারকে বুঝানোর চেষ্টা করলো, বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে। অথচ, মাহফুজ সিকদারের একই কথা, এর চেয়ে বেশী যুক্তি দেখালে, বাড়ী থেকে অপমান করে বেড় করে দেবে।

এতো গেলো, মাহফুজ সিকদারের কথা। নিজ বাড়ীতে, নিজের ছেলেরও একই কথা। জামাল বললো, মা তোমার মনে হয় রুচির বিকৃতি ঘটেছে। এমন একটা কাজ করলে, আমাকে বন্ধু বান্ধব সব হারাতে হবে। তোমার কোন যুক্তি আমি মানিনা। এটা অসম্ভব।

রাবেয়া একজন পরাজিত মহিলার মতো, নিজের মত বদলালো। সে আর তৃষা আর ঈষার কথা ভেবে সময় নষ্ট করলোনা। এরই মাঝে, জামালের চাকুরী হলো, একটা কলেজের শিক্ষতার। রাবেয়া নুতন উদ্যমে, জামালের জন্যে পাত্রী খোঁজতে লাগলো। পাত্রী পাওয়া গেলো। বিয়ের দিন তারিখও ঠিক হলো। পরিচিত একটি পরিবার বলে, বিয়ের কার্ড পৌঁছুলো মাহফুজ সিকদরের বাড়ীতেও। জামালের বিয়ের কথা, তৃষা আর ঈষার কানেও গেলো।

মানুষের মন বড় বিচিত্র। তৃষা আর ঈষার মন কেমন বিচিত্র কে জানে? তারা দুজনেই, জামালকে প্রচণ্ড ভালোবাসতো। জামালের বিয়ের সংবাদে তাদের মনের অবস্হা কেমন হলো কে জানে? তারা দুজনেই একই সংগে আত্নহত্যা করলো।

আমি আবারো বলছি, মানুষের মন বড়ই বিচিত্র। রক্তের কোন সম্পর্ক নেই, এই তৃষা আর ঈষার আত্নহত্যার সংবাদে রাবেয়ার মনের অবস্হা কেমন হলো কে জানে? সে সংবাদটি পেয়েই, ষ্ট্রোক করলো। এবং মারা গেলো এক ষ্ট্রোকেই। জামালের মায়ের অতি ইচ্ছাতেও, তৃষা আর ঈষাকে বিয়ে করতে পারেনি সে, সমাজ সংস্কারের ভয়ে। মায়ের মৃত্যুতে, তার মনটাও খারাপ হয়ে গেলো। মায়ের জীবীত অবস্হাতে বিয়েটা হলোনা তার। তাই, সে আর বিয়েই করলোনা।

কল্যানপুরের এই বিশাল বাড়ীটাতে খুবই নিসংগ জীবন যাপন শুরু হয়েছে জামালের। কারন, মা বাবা নেই বলে, বোনেরাও কখনো বেড়াতে আসেনা, এই বাড়ীতে।

জামালের কি হলো কে জানে? তার ইদানীং ভালো ঘুম হয়না। কারন, সে ঘুমোতে গেলেই, তার মনে হয়, পরীর মতো দুটি মেয়ে সারা বাড়ীতে ছুটাছুটি করে। খিল খিল করে হাসে, থেকে থেকে। তাকে ডাকে কাছে আসতে। মেয়ে দুটি বলতে থাকে। জামাল এসো, কাছে এসো। আমরা তোমার বউ। তোমার সাথে সংসার করার জন্যে ছুটে এসেছি, তোমার কাছে।

জামাল ছুটে যায় পাগলের মতো, মেয়ে দুটির দিকে। কাছাকাছি যেতেই, মেয়ে দুটি মিলিয়ে যায় অদৃশ্যে। জামাল ঘমতে থাকে। তার চিৎকার করতে ইচ্ছে করে। অথচ, গলার ভেতর থেকে কোন শব্দ বেড়োয়না। তার দম বন্ধ হয়ে আসে।

(তৃষা আর ঈষা চরিত্র দুটি সম্পূর্ন কাল্পনিক। এই গল্পের স্হান, কাল, আর পাত্রপাত্রীদের কারনে, কেউ যদি নিজের সাথে মিল পেয়েই যান, তাহলে ক্ষমা করবেন।)